R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG.112 Regd No.—WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাকশন সিণ্ডিকেট
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গীপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

সকলের প্রিয় এবং মুখরোচক
স্পেশাল লাড্‌ডু
ও
শ্লাইজ ব্রেডের
জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান
সতীমা বেকারী
মিঞাপুর
পোঃ ঘোড়শালা (মুর্শিদাবাদ)

৭২শ বর্ষ.
৪৩ শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ৫ই চৈত্র বুধবার, ১৩৯২ সাল।
১৯শে মার্চ্চ ১৯৮৬ সাল।
নগদ মূল্য : ২৫ পয়সা
বার্ষিক ১২্, ১৪্ সডাক

মাথার ভারে জেলা কংগ্রেস হাবুডুবু খাচ্ছে

রাজনৈতিক সংবাদদাতাঃ গত ২৪ ফেব্রুয়ারী জেলা কংগ্রেস (ই) সভাপতি বঙ্কিম ত্রিবেদী ৮৩ জনের কমিটী ঘোষণা করলেন। এর আগের বছর এই কমিটীতে ছিলেন ৫২ জন। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি প্রিয়রঞ্জন বোধ হয় বাংলা প্রবাদ বাক্যের যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিরাশি কথা মেনে নিয়ে জেলা কমিটিতে ৫২ এর স্থলে ৮৩ জনের নাম অন্তর্ভুক্ত করেছেন। শুধু তাই নয় নূতন কমিটিতে আগের বছরের অনেকেই বাদ পড়েছেন। এতে জেলার সর্বত্র চাপা অসন্তোষ দেখা যাচ্ছে। জনৈক বিক্ষুব্ধ কংগ্রেসীর অভিযোগ প্রাক্তন কংগ্রেস (স) দের প্রাধান্য সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যেই এভাবে জেলা কমিটি গঠিত হয়েছে। জেলা কমিটিতে সভাপতি বঙ্কিম ত্রিবেদী ছাড়াও সহ-সভাপতি ৬ জন—আজিজুর রহমান, হাবিবুর রহমান, আলি হোসেন, শঙ্করদাস পাল, ডাঃ কালীপদ চৌধুরী ও চিদানন্দ হালদার। তিন জন সাধারণ সম্পাদক হলেন—মোঃ সোহরাব, আবদুল বারি বিশ্বাস ও সত্যনারায়ণ ব্যানার্জী। সম্পাদক ৬ জনের মধ্যে রয়েছেন—প্রদীপ মজুমদার, স্বপন সান্যাল, হীরেন মল্লিক, মোয়াজ্জেম হোসেন, অমল মণ্ডল ও রথীন ভট্টাচার্য্য। কোষাধ্যক্ষ কাঞ্চনলাল মুখার্জী। এছাড়া এই কমিটিতে আছেন ১৬ জন স্থায়ী আমন্ত্রিত সদস্য। তাঁদের মধ্যে প্রধানতঃ নাম করা যায় প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ডঃ রেজাউল করিম ও দুর্গাপদ সিংহের। আজিজুর রহমান, সত্যনারায়ণ ব্যানার্জী, স্বপন সান্যাল ও অমল মণ্ডল এর অন্তর্ভুক্তি নিয়ে কথা উঠেছে সদস্যদের মধ্যে। এঁরা সকলেই এই সেদিন পর্য্যন্ত ছিলেন কংগ্রেস (স) এ। বিশেষতঃ সাধারণ সম্পাদকের পদে প্রিয়পন্থী সত্যনারায়ণের অন্তর্ভুক্তি জেলায় প্রিয়পন্থীদের বিরাট সাফল্য ব'লে গণ্য করা হচ্ছে। অপরদিকে সুকৌশলে যুব কংগ্রেসের সভাপতি প্রদীপ মজুমদারকে সেখান থেকে সরিয়ে শুধুমাত্র সম্পাদক করে তাঁর (৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

জঙ্গিপুর কলেজের নেপথ্য কাহিনী

(পঞ্চম কিস্তি)

(জঙ্গিপুর কলেজের দুর্নীতি অব্যবস্থা সম্পর্কিত বহু চাঞ্চল্যকর তথ্য আমাদের হাতে এসেছে। জনস্বার্থে সেগুলি আমরা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করব। —সঃ জঃ সঃ)

ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর পরিচালনায় কলেজে গণতান্ত্রিক রীতিনীতি ও আইন-কানুন কিভাবে অনুসৃত হচ্ছে সেদিকে একটু দৃষ্টিপাত করা যেতে পারে। কলেজ পরিচালনা করেন গভর্নিং বডি। গভর্নিং বডির সভাগুলি কিভাবে হয় দেখা যাক। গভর্নিং বডির মিটিংগুলি এমনভাবে ফেলা হয় এবং মিটিংয়ের নোটিশগুলি এমনভাবে দেওয়া হয় যাতে অনভিপ্রেত বিরোধী সদস্যদের উপস্থিত হওয়ার অসুবিধা হয়। গভর্নিং বডির সদস্য পৌরপতি পরমেশ পাণ্ডে কোন সভাতেই উপস্থিত থাকেন না। তিনি আমাদের বলেছেন যে সভার সময় এমনভাবে ফেলা হয় যাতে তাঁর উপস্থিত হওয়ার অসুবিধা হয়। কলেজে উপস্থিত থাকলেও গভর্নিং বডির শিক্ষক সদস্য স্নেহময় সারেঙ্গী এবং চুনীলাল গুপ্তকে মিটিংয়ের নোটিশ কলেজে হাতে হাতে না দিয়ে Under Certificate of Posting ডাকে পাঠানো হয়। অথচ ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর নিজ দলীয় শিক্ষক সদস্যদের মিটিংয়ের নোটিশ কলেজে হাতে হাতে দেওয়া হয়।

গভর্নিং বডির মিটিংয়ের আলোচনা (Proceedings) এবং গৃহীত প্রস্তাবসমূহ কেন সময়েই সঙ্গে সঙ্গে লেখা হয় না। প্রায়ই দেখা যায় যে সভায় যা আলোচনা হয়নি এবং যে প্রস্তাব আদৌ গৃহীত হয়নি তাও পরবর্তীকালে Resolution Book-এ লেখা হচ্ছে। খুশিমত Resolution Book-এ লিখে দেওয়া বা পরিবর্তন করার ভুরি ভুরি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। আপনাদের কাছে গভর্নিং বডির সদস্য মহম্মদ মুস্তাক মল্লিকের লেখা একটি চিঠির অনুলিপি এখানে পেশ করছি।

*

(৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

জঙ্গিপুর পৌরসভায় আবর্জনার বাড়বাড়ন্ত

রঘুনাথগঞ্জঃ জঙ্গিপুর পৌরসভার রাস্তাঘাট ও ড্রেনগুলি কিছুদিন থেকে আর নিয়মিত পরিষ্কার হচ্ছে না। বিশেষ করে অনেক জায়গাতেই ড্রেনগুলি ২/৩ দিন ধরে পরিষ্কার হয় না। খাটা পায়খানাগুলিতে ২/৩ দিন ধরে ময়লা জমা হয়।

পৌরভবনের নাকের ডগায় প্রাক্তন পৌরপতি ডাঃ গৌরীপতি চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ীর সামনে শঙ্কর ভকতের খাটা পায়খানার ময়লা সারা পাড়ায় সৌরভ ছড়াচ্ছে। গৌরীপতিবাবু-সহ ষোলো জন পাড়ার নাগরিক এই দুর্দশা থেকে মুক্ত করার জন্য জঙ্গিপুরের পৌরপতির কাছে লিখিত আবেদন করেন। কিন্তু তাতে কোন ফল হয়নি। শঙ্কর ভকতের খাটা পায়খানার মালমশলা শশীকলার মত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

খাটা পায়খানাগুলি জঙ্গিপুর পৌরসভার দুষ্টক্ষত। খাটা পায়খানা অপসারণ করে স্যানিটারি পায়খানা তৈরী করার জন্য সরকার বিপুল পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করছেন। জঙ্গিপুর পৌরসভাও এই বাবদ প্রচুর অর্থ পেয়েছেন। যাদের খাটা পায়খানা আছে শুধুমাত্র তারাই সেগুলি ভেঙ্গে ফেলে স্যানিটারি পায়খানা তৈরীর জন্য এই বাবদ পৌরসভার কাছ থেকে অর্থ সাহায্য পাওয়ার অধিকারী। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, জঙ্গিপুর পৌরসভায় এই খাতে যারা অর্থ সাহায্য পেয়েছে তাদের অনেকের বাড়ীতেই খাটা পায়খানা ছিল না অথবা থাকলেও সেগুলি ভেঙ্গে ফেলা হয়নি। এ ব্যাপারে পূর্ণ তদন্ত হওয়া প্রয়োজন।

ডায়মণ্ড বেকারী
রঘুনাথগঞ্জ ॥ মুর্শিদাবাদ
ভ্যারাইটিজ পাউরুটি ও বিস্কুট
প্রস্তুতকারক

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৫ই চৈত্র বুধবার, ১৩৯২ সাল

বাজেট ঘটিত

রাজ্য সরকার আগামী আর্থিক বৎসরের বাজেট ঘোষণা করিয়াছেন। এবারের বাজেটে ব্যয় বরাদ্দ গত বৎসরের বাজেটে যাহা বরাদ্দ হয়, তাহার তুলনায় বেশী ধরা হইয়াছে। আর উদ্বৃত্ত দেখান হইয়াছে ৫০.৫৩ কোটি টাকা।

পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক সমস্যা যথেষ্ট রহিয়াছে। ইহার সঙ্গে একটি ভয়াবহ সমস্যা যুক্ত হইয়া আছে। তাহা হইতেছে রাজ্যের বেকার সমস্যা। সুতরাং রাজ্য-সরকার কর্ম্মসংস্থানের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করিবেন—ইহা প্রত্যেকেই আশা করিবেন। বেসরকারী উদ্যোগের সহিত সরকারী সহযোগিতার মাধ্যমে কর্মসংস্থানের একটি কর্মসূচীর কথা শুনা গিয়াছিল, এই কর্মসূচী মূলতঃ হলদিয়ার পেট্রো-কেমিক্যাল কমপ্লেক্স এর উপর নির্ভরশীল ছিল। কিন্তু উল্লেখিত উদ্যোগটির 'হংসগীতি'-র কথা শুনিয়া লক্ষ লক্ষ বেকার আশাহত হইয়া পড়িয়াছেন। আলোচ্য উদ্যোগে অন্ততঃ দেড় লক্ষাধিক কর্মসংস্থান হইবার সম্ভাবনা ছিল। বেকার বাঙালি যে অভিশাপ মাথায় লইয়া দিন গুজরান করিতেছেন, তাহার জন্য কাহাকে দোষ দিলেও সমস্যার সমাধান কিছুই হইবে না। আগামী আর্থিক বৎসরের বাজেট ভাষণে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক সমস্যার সুস্পষ্ট বিশ্লেষণ দেখা যায় নাই। কেননা, এই সমস্যা সমাধানে সরকার কী পথ অবলম্বন করিবেন, তাহার সুস্পষ্ট ইঙ্গিতও মিলে নাই।

বাজেটে মোটর গাড়ী, স্কুটার, মোপেড ও সাইকেলের উপর বিক্রয় কর কমান হইয়াছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রমোদ কর কমান হইয়াছে। তবে কয়লার উপর বাড়তি সেস জনসাধারণকে দিতে হইবে। ইহাতে সাধারণ মানুষেরই উপর চাপ পড়িবে, কিন্তু রাজ্য সরকার বাজেটে মোট ব্যয়ের অনুপাতে যোজনার ক্ষেত্রে ব্যয় বর্দ্ধিত হইবে কিনা, তাহার উল্লেখ করেন নাই। আবার প্রশাসনিক ব্যয় হ্রাস করিবার কথা যাহা বলা হইয়াছে, তাহার কোন মূল্য না থাকিবার কথা। তাহা ছাড়া রাজ্য সরকারের বাণিজ্যিক ও আধা বাণিজ্যিক সংস্থাগুলির প্রায় সবগুলিতেই লোকসান চলিতেছে এবং তাহাদের কাজকর্মের কোন উন্নতিই এ যাবৎ হয় নাই যাহার জন্য সরকারকে ভরতুকির পরিমাণ বাড়াইয়া এই ভূতের বোঝা বহন করিতে হইতেছে। বাজেটে ব্যয় বাড়ান হইলেও এ দিকের কোন সুরাহা নাই।

উন্নয়নমূলক কাজের সম্বন্ধে শুন গিয়াছে যে, রাজ্যে ক্ষুদ্র শিল্পের সংখ্যা অনেক বাড়িয়াছে যাহাতে ৭৩ হাজার লোক কাজ পাইয়াছেন। সরকারী পরিসংখ্যানের সহিত বাস্তব অনেক সময় মিলে না। সুতরাং ইহাতে উল্লাসের কিছু নাই যদিচ দেশে বেকার আজ লক্ষ লক্ষ।

তবে আলোচ্য বাজেটে কোন প্রতিশ্রুতি থাকুক বা না থাকুক, রাজ্যের আর্থিক উন্নয়নের সম্ভাবনার কথা অনুল্লেখিত থাকুক, পশ্চিমবঙ্গ গতানুগতিকতার মধ্য দিয়া চলুক ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে বাজেটে উৎসাহিত হইবার কোন পথচিহ্ন না রহিলেও এবং ইহা অতি সাধারণ স্তরের বাজেট মনে করা গেলেও বুঝা দরকার খ্যাতিমান অর্থ-নীতিবিদ রাজ্য-অর্থমন্ত্রীর আকস্মিক প্রস্থানের পর এই বাজেট।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্র লেখকের নিজস্ব)

কলেজ প্রসঙ্গে

জঙ্গিপুর কলেজ সম্পর্কে আপনাদের পত্রিকায় যে সমস্ত খবর বের হচ্ছে তা দেখে আমরা হতবাক হ'য়ে পড়ছি। এই কলেজ আমাদের অনেক সাধের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান। ভবরঞ্জন দের মত আদর্শ শিক্ষাব্রতী একদিন এই কলেজের কর্ণধার ছিলেন। আমাদের ছেলেমেয়েরা এই কলেজে পড়েছে। আজ দেখছি, কলেজে পড়াশোনার পরিবেশ সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যেতে বসেছে। শিক্ষকরা পড়ানো ছেড়ে দিয়ে দল্‌বাজীতে মেতেছেন। অধ্যক্ষহীন প্রতিষ্ঠান হালবিহীন নৌকার মত ভেসে চলেছে। নিয়মশৃঙ্খলা বলতে আর কিছু নাই। অধ্যাপকদের অনেকে ক্লাস ফাঁকি দিচ্ছেন। পড়াশোন ঠিকমত না হওয়ায় কলেজের পরীক্ষার ফল উত্তরোত্তর খারাপ হচ্ছে। গভর্নিং বডির সভায় তুঘলকি কাণ্ডকারখানা চল্‌ছে। সরকারী অর্থ আত্মসাৎ করার, বে-আইনীভাবে খরচ করার এবং অফিসের চরম দুর্নীতির যে সব চাঞ্চল্যকর সংবাদ আপনাদের পত্রিকায় বের হচ্ছে তা প্রতিটি নিরপেক্ষ

(৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

শিক্ষালয়ের ছড়া

দুর্ম্মুখ

(রবীন্দ্রনাথের ছড়া অনুকরণে)

ভাগীরথীর তটের উপর শিক্ষালয়ে বসে,
কর্ত্তামশায় দু' আঙুলে নস্যি নিলেন ঠেঁসে।
অমনি এলো হঠাৎ হাঁচি তাকে ডাকা হয় নাই,
আপনজনের বিপদ বুঝেই বলে ওঠেন ভয় নাই।
অভয় দিয়ে আর্তজনে বলেন তিনি ভয় কি,
কালির টানে কালিরদাসে লাগিয়ে দেবে ভেলকি।
বিরোধীরা যতই করুক করতে পারে কিই বা,
সবার উপর আমি আছি ছাদের নীচে থামবা।
সিলেকশন তো করেই দেবো কেউ কিছু না জানতে,
বাধ্য তখন হতেই হবে আমার শাসন মানতে॥
হৈচৈ করে করেই যদি ঘেরাও আমায় তবু,
মাথার উপর আছে যে শিং করতে তাদের কাবু।
ব্যাঙের মাথায় মারবো লাথি, খাবো সাপের মুখে চুমো,
যা খুশি তাই কর না তোরা, আরাম করে ঘুমো।
রেডিওতে বাজছে শোন ভাল কথার ধুমকি,
"জনশিক্ষা গণশিক্ষা" ফাঁকা কথার ফুলকি॥
পরিচালক কমিটিটা ভবেই গেছে লালে,
ভাসিয়ে দেবো নিয়মকানুন হরি, লালের চালে।
বাণী, কণ্ঠে তবু আছে মিথ্যা কথার ঝুড়ি,
মিথ্যাকে যে করতে সত্য নাই কেউ আমার জুড়ি।
ভজন করি কানাই হরি শয়ন স্বপন মাঝে,
ওদের আশীষ আমার উপর ভয় করি কোন কাজে।
প্রথম প্রথম ছিল যে ভয় কি হয় কি হয় ভেবে,
এখন জানি আমারই সব কে আর কেড়ে নেবে॥
যতই চেঁচাক অপর দলে করুক না উৎপাত,
ন্যাকা সেজে বোকা সেজে করবো যে উৎখাত
ঘেরাও মোরে করল যারা তারাও এসব জানে,
যখন যেমন তখন তেমন বোঝে তো তার মানে।
শিক্ষাটিক্ষা উঠলো শিকেয়, তাতে বা যায় আসে কি,
শিক্ষা দিতে শিক্ষা নিতে এইখানে কেও আসে কি ?
রেডিওটা জানায় খবর মস্কোয় গেলেন রাজীব
বিরোধীরা চেঁচিয়ে বলে 'পালনি তাঁর সজীব'॥
দালখত দেওয়া কালির দাগ লাগলো সবার গালে,
শত্রু যত সাংবাদিকরা ভরায় পাতা গালে।
রাখতে গদি আমিই যদি হইগো মাইক্রোফোন,
আমার মুখে কথা যদি বলেই অপরজন।
তাতে তাদের কি যায় আসে বোঝে না সব বুদ্ধু,
চাখছে তারা বৃথায় শুধু অতুল দিল্লি লাড্ডু॥
লাল কমিটি চেঁচিয়ে বলে দুচোখ করে লাল,
ভোটের জোরে হাইকোর্টের রায় করবো যে বানচাল।
"আমরা মালিক তোমায় গদি কভি নেহি ছুঙ্গে",
ওদের লড়াই আমার ভাগ্য বৃহস্পতি যে তুঙ্গে॥
লড়াই করে আমার গদি কাড়া বড়ই শক্ত,
জয় দুর্গা শক্তি পূজায় দাসানুদাস ভক্ত॥
হাইকোর্টেতে চলছে যে কেস গদীর দখল নিতে,
এফিডেবিট সেওতো নকল, নকল জবানীতে।
চতুর্ভুজের দুই ভুজেতে হোথায় দিচ্ছি সই,
হেথায় সুখে অফিস ঘরে হাজির হয়ে রই।
ওদের কোলে হেলান দিয়ে আমার পোয়া বারো,
যা খুশি তাই করবো আমি চেঁচিয়ে যত মরো।
পড়াশুনার বারো বাজলো, রাজনীতি খেল চলে,
দুষের আগুন খোঁচা পেলেই দরদরিয়ে জ্বলে॥

(চলবে)

কংগ্রেস হাবুডুবু খাচ্ছে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ক্ষমতা সংকুচিত করা হ'লো বলে অনেকেই মন্তব্য করেছেন। সম্পাদক পদ থেকে আলি হোসেন কে সরিয়ে সহ-সভাপতি ক'রে দেওয়া এক ধরনের অপচেষ্টা বলে মনে করা হচ্ছে। দুজনই জেলায় লড়াকু কংগ্রেসী বলে পরিচিত ছিলেন। তাই তাঁদের কর্ম-ক্ষমতাকে খর্ব করতেই নাকি প্রিয় গোষ্ঠীরা এই কৌশল নিয়েছেন। বিশেষ ক'রে আজিজুর রহমান প্রয়াত নেতা লুৎফল হকের সহযোগী ছিলেন ও তাঁর সাথে মোঃ সোহরাবের বনিবনা ছিল না বলে জানা যায়। সেইজন্য সম্পাদক পদে মোঃ সোহরাবের অন্তর্ভুক্ত ও আজিজুর কে কৌশলে সহ-সভাপতি পদে সরিয়ে দেওয়ায় জেলা কমিটীতে সোহরাব গোষ্ঠীর প্রাধান্য বৃদ্ধ পাবে বলে মনে করা হচ্ছে। এরই প্রতিফলন ঘটবে ব্লক কমিটী ও থানা কমিটী গঠনের সময় বলে বিক্ষুব্ধরা মনে করছেন। তাঁদের অভিযোগ, প্রদেশ থেকে ব্লক-স্তরে সর্বত্র ইন্দিরা পন্থীদের হঠিয়ে দিয়ে প্রাক্তন কংগ্রেস (স) নেতা-দের আধিপত্য বাড়ানোর অপ-চেষ্টায় মেতেছেন প্রিয় গোষ্ঠীরা। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের ধারণা, সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে কংগ্রেস মহলের এই গোষ্ঠী কোন্দল দলের ক্ষত করতে পারে এবং বামফ্রন্টের শক্তি বৃদ্ধির সহায়কও হ'য়ে উঠতে পারে।

কলেজ প্রসঙ্গে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

To

The President, Governing Body Through The Lecturer-in-Charge, Jangipur College, Murshidabad.

মহাশয়,

আমার বিনীত নিবেদন এই যে, আমি মহম্মদ মুস্তাক মল্লিক, সাধারণ সম্পাদক জঙ্গীপুর কলেজ ছাত্র-সংসদ এবং পদাধিকার বলে সদস্য জঙ্গীপুর কলেজ গভর্নিং বডি এই মর্মে দরখাস্ত করিতেছি যে গত ৩১।৫।৮৫ তারিখে গভর্নিং বডির জরুরী বৈঠকের Agenda-ভুক্ত আলোচনা হওয়ার পর জনৈক সদস্য কলেজে অধ্যক্ষ নিয়োগের ব্যাপারে প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। আমি বাধা দিই এই মর্মে যে জরুরী বৈঠকে এ-ব্যাপারে আলোচনা যাতে না হয় এবং সেই কারণে প্রসঙ্গ স্থগিত রাখা হয়, সিদ্ধান্ত হয় যে আগামী গভর্নিং বডির সাধারণ বৈঠকে এই বিষয়টি Agenda-ভুক্ত করিয়া আলোচিত হইবে। একই দিনে পরবর্তী Selection Sud-Committee মিটিংয়ের হেতু সময় অল্প থাকায় জরুরী বৈঠকে আলোচিত বিষয়ের Resolution পরে লেখা হবে বলিয়া মিটিং শেষ করা হয়। কিন্তু পরবর্ত্তীতে আমি Resolution খাতা খুলিয়া ৩১।৫।৮৫ তারিখের জরুরী বৈঠকের Resolution দেখিলাম যে সেখানে কলেজের অধ্যক্ষ নিয়োগের ব্যাপারে একটি Resolution করা হইয়াছে। আমি আলোচনা বহির্ভূত উক্ত Resolution এর তীব্র প্রতিবাদ জানাইতেছি এবং অনতিবিলম্বে উক্ত Resolution প্রত্যাহার করিয়া লইবার জন্য অনুরোধ জানাইতেছি।

অতএব মহাশয়, আমার প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়া বাধিত করিবেন।

বিনীত নিবেদক—
মহম্মদ মুস্তাক মল্লিক
General Secretary,
Jangipur College
Chhatra Samsad
2-9-85

* * *

কাজ কারবার কি ভাবে চল্‌ছে সে সম্পর্কে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। গভর্নিং বডির পূর্ববর্ত্তী সভায় গৃহীত প্রস্তাবের অনুলিপি পরবর্ত্তী সভার আগে সদস্যদের দেওয়া নিয়ম। কিন্তু বার বার বলা সত্ত্বেও রহস্যজনক কারণে কোন ক্ষেত্রেই এই অনুলিপি সদস্যদের দেওয়া হয় না। ফলে Resolution Book-এ কারচুপি করেও ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী এবং তাঁদের পেটোয়া মুখপাত্ররা গলাবাজী করে বল্‌তে পারেন—"আমাদের যা খুশী তাই করব, যে যা পারেন করুন।"

অধ্যাপক শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায় সম্প্রতি কিছু ছাত্রকে ভীতি প্রদর্শন করেছেন যে তাঁরা বিরোধী ছাত্রদের একটা তালিকা তৈরি করছেন এবং তাদেরকে রাষ্টিকেট করা হবে। হায় ছাত্র-দরদী অধ্যাপক! ছাত্রদের এভাবে শাসানি দেওয়ার আগে কোন কোন অধ্যাপকের স্মরণ রাখা দরকার যে তাঁরা যে বেতন পান তার প্রতিটি পয়সা জন-সাধারণের দেওয়া ট্যাক্স থেকে আসে। জনসাধারণ চান অধ্যাপকরা কলেজে নিয়ম বজায় রেখে সাধ্যমত ছাত্রদের পাঠদান করবেন। রাজনৈতিক দলবাজী করার জন্য বা ছাত্রদের ব্ল্যাকমেল করার জন্য সরকারী রাজকোষ থেকে কোন অধ্যাপককে উচ্চ বেতন দেওয়া হয় না।

কয়েকজন অধ্যাপকের নৈতিক স্খলন সম্পর্কে আমাদের কাছে অভিযোগ এসেছে। প্রয়োজন হ'লে প্রমাণ পত্রসহ আমরা সে-গুলি জনসাধারণের কাছে পেশ করব।

(চলবে)

চিঠি-পত্র

(২য় পৃষ্ঠার পর)

এবং শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে ভাবিয়ে তুলেছে। ঐ জিনিস কিছুতেই চলতে দেওয়া যায় না। কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক কালিদাসবাবু এবং গভর্নিং বডির সদস্যদের কাছে আমাদের দাবী—হয় তাঁরা 'জঙ্গিপুর সংবাদে' প্রকাশিত অভিযোগগুলি খণ্ডন করুন, আর না হয় পদত্যাগ করুন।

ডাঃ গৌরীপতি চট্টোপাধ্যায়
রঘুনাথগঞ্জ

টেণ্ডার নোটিশ

এতদ্দ্বারা বিড়ি সরবরাহেচ্ছু এবং লেবেল প্যাকিং করিতে ইচ্ছুক ঠিকাদারগণকে জানানো যাইতেছে যে ঔরঙ্গাবাদ বিড়ি মার্চ্চেন্টস্ এ্যাসোসিয়েশনের সদস্যগণ বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট কোম্পানীতে (অরঙ্গাবাদ, রঘুনাথগঞ্জ, ধুলিয়ান, বৈষ্ণবনগর, কালিয়াচক শাখা অফিসসহ) ১৩৯৩ সালে বাঁধাই বিড়ি সরবরাহের জন্য এবং লেবেল প্যাকিং করার জন্য সিল্‌ড টেণ্ডার আহ্বান করিতেছেন।

উক্ত টেণ্ডার ১৩৯২ সালের ৩১শে চৈত্র তারিখে অপরাহ্ণ ৫ (পাঁচ) ঘটিকার মধ্যে সংশ্লিষ্ট কোম্পানীতে দাখিল করিতে হইবে। উক্ত ৩১শে চৈত্র ১৩৯২ তারিখেই উপস্থিত টেণ্ডার-দাতার সম্মুখে উক্ত টেণ্ডার খোলা হইবে এবং কোনও কারণ না দর্শাইয়া কর্তৃপক্ষ যে কোনও টেণ্ডার বা টেণ্ডারসমূহ বাতিল বা গ্রহণ করিতে পারিবেন। টেণ্ডারের নমুনা ও বিড়ির শেপ বা সাইজ এবং লেবেল প্যাকিং এর পদ্ধতি সংশ্লিষ্ট কোম্পানী বা অত্র এ্যাসোসিয়েশন অফিস হইতে বিশদভাবে অবহিত হইতে পারেন।

ইতি—

তারিখ, অরঙ্গাবাদ
১-১২-৯২ বাং
১৫-৩-৮৬ ইং

স্বাঃ শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দত্ত
সেক্রেটারী, ঔরঙ্গাবাদ বিড়ি
মার্চ্চেন্টস্ এ্যাসোসিয়েশন

নিখুঁত টিভি
প্যানোরামা
এক বছরের গ্যারান্টিসহ

বিক্রেতা :
টেলিষ্টার ইলেকট্রনিক্স
রঘুনাথগঞ্জ, ফুলতলা, মুর্শিদাবাদ
বিঃ দ্রঃ টিভি সারভিসিং করা হয়।

বোমায় ছাত্রী আহত

রঘুনাথগঞ্জ ঃ গত ১৫ মার্চ বংশবাটী হাই স্কুলের দু'জন পরীক্ষার্থিনী উমা মণ্ডল ও সুচিত্রা ভট্টাচার্য্য বাড়ালা হাই স্কুল কেন্দ্রে পরীক্ষা দিতে এসে বোমার আঘাতে আহত হয়। প্রকাশ, বাড়ালা গ্রামের কয়েকজন যুবক উক্ত পরীক্ষার্থিনী-দের সঙ্গে অশালীন ব্যবহার করায় তারা বাধ্য হয়ে হোস্টেল ছেড়ে ঐ স্কুলের দপ্তরী গণেশ চ্যাটার্জীর বাড়ীতে আশ্রয় নেয়। ঘটনার দিন রাত্রি ১০টা নাগাদ রান্না ঘরে যখন তারা খাচ্ছিল সেই সময় একটি বোমা ঘরে এসে পড়ে ও ফেটে যায়। বোমার আঘাতে উমা ও সুচিত্রা দু'জনেই আহত হয়। চিকিৎসকেরা উমার একটি চোখ নষ্ট হয়ে যাবার আশংকা করছেন। বর্ত্তমানে সে বহরমপুর হাসপাতালে। সুচিত্রা জঙ্গিপুর হাসপাতালে ভর্তি আছে। এ ব্যাপারে এখন পর্যন্ত কেউ গ্রেপ্তার হয়নি।

বাস উল্‌টিয়ে এক যাত্রীর মৃত্যু

সাগরদীঘি ঃ আজ ১৯ মার্চ সকাল ৬-৩০ নাগাদ সাগরদীঘি-সিউড়ী ভায়া রঘুনাথগঞ্জ রুটের 'কাল কৃষ্ণ' বাসটি মনিগ্রাম লেভেল ক্রসিং-এর কাছে হঠাৎ উল্‌টিয়ে যায়। বাসটিতে কয়েকজন মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীও ছিল। মনিগ্রাম ক্যাথালিক চার্চের গাড়ীতে আহত যাত্রীদের সাগরদীঘি ও জঙ্গিপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পথের মধ্যে কড়াইয়া গ্রামের এক মাছ বিক্রেতা মারা যায়। যাত্রীদের অভিযোগ, দুর্ঘটনার সময় বাসের খালাসী গাড়ী চালাচ্ছিল।

স্বল্প সঞ্চয় শিবির

অরঙ্গাবাদ ঃ গত ৮ মার্চ স্থানীয় প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়ে একটি অস্থায়ী ডাক ঘরের মাধ্যমে স্বল্প সঞ্চয় অভিযান চালানো হয়। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই শিবির আনন্দ মুখর হয়ে ওঠে। অনুষ্ঠানে সভাপতি, প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি হিসাবে সেখ নিজামুদ্দিন সুতী ২নং পঞ্চায়েত সমিতি প্রধান, অধ্যাপক গোপীশ্বর বিশ্বাস ও অধ্যাপক ধীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস উপস্থিত ছিলেন। বাগশিরাপাড়া রিক্রিয়েশন ক্লাব এই শিবির পরিচালনা করেন।

হারাইয়াছে

গত ১৭ মার্চ সাগরদীঘি যাবার পথে রঘুনাথগঞ্জ ফুলতলায় আমার একটি ফোলিও ব্যাগ হারিয়ে গিয়েছে। ব্যাগে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ কার্ড, হায়ার সেকেণ্ডারীর মার্কসীট ও রেশন কার্ড ছিল। কোন ব্যক্তি সন্ধান দিলে কৃতজ্ঞ থাকব।

চাঁদকুমার দত্ত
C/o জঙ্গিপুর সংবাদ কার্যালয়
রঘুনাথগঞ্জ

বিজ্ঞপ্তি (T. S. 4/85)

এতদ্দ্বারা সমসেরগঞ্জ থানার অধীন উমরপুর মৌজার মুসলমান জনসাধারণ-এর অবগতির জন্য প্রচার করা যাইতেছে যে থানা সমসেরগঞ্জের অধীন উমরপুর মৌজার ৩৭৬নং খতিয়ানভুক্ত ৫২৩নং দাগের ·০৩ শতক সম্পত্তিতে স্বত্ব সাব্যস্তে চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার প্রার্থনায় সমসেরগঞ্জ থানার সাঁকারঘাট সাকিমের ৺আবদুল হাকিমের পুত্র রাইসুদ্দিন সেখ বাদী শ্রেণীভুক্ত হইয়া জঙ্গিপুর দ্বিতীয় মুন্সেফী আদালতে ১৯৮৫ সালের ৪নং স্বত্ব মোকাদ্দমা করতঃ উমর-পুর মৌজার মুসলমান জনসাধারণ পক্ষে মাতব্বর ১। মোঃ অহেলুদ্দিন পিতা মৃত আক্কেল হোসেন ২। রুস্তম সেখ পিতা মৃত হাজী দিদার বক্স ৩। আনসুর বিশ্বাস পিতা মহেসান আলি সকলের সাং সাঁকারঘাট থানা সমসেরগঞ্জ কে বিবাদী শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন। উক্ত মোকর্দ্দমার বিষয়ীভূত সম্পত্তি সর্ব্বসাধারণের নামে রেকর্ড থাকায় উমরপুর মৌজার মুসলমান জনসাধারণ ইচ্ছা করিলে উক্ত মোকর্দ্দমায় আগামী তাং ১৬-৫-৮৬ মধ্যে হাজির হইয়া স্বপক্ষ অবলম্বন করিতে পারেন। অন্যথায় আইনানুযায়ী ব্যবস্থা গৃহীত হইবে।

By order of the Court, Sheristadar
2nd Munsif Court, Jangipur

বিয়ের যৌতুকে, উপহারে ও নিত্যব্যবহারের জন্য
সৌখীন ষ্টীল ফার্ণিচার

এখানে বিশিষ্ট কোম্পানীর ষ্টীল আলমারী, সোফা কাম বেড, ষ্টীল চেয়ার, ফোল্ডিং খাট, ডাইনিং টেবিল, পিউরো ওয়াটার ফিল্টার ইত্যাদি ন্যায্য দামে পাবেন। এছাড়া অফিসের জন্য গোদরেজ, রাজ এণ্ড রাজ, বোম্বে সেফের যাবতীয় আসবাবপত্র কোম্পানীর দামে সরবরাহ করা হয়।

সহজ কিস্তিতে বিভিন্ন সামগ্রী বিক্রয়ের ব্যবস্থা আছে।

সেনগুপ্ত ফার্ণিচার হাউস
রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট) মুর্শিদাবাদ

ফোন ঃ ১১৫
কলের প্রিয় এবং বাজারের সেরা
ভারত বেকারীর প্লাইজ ব্রেড
মিয়াপুর * ষোড়শালা * মুর্শিদাবাদ

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৯

যৌতুকে V I P
সকল অনুষ্ঠানে V I P
ভ্রমণের সাথী V I P
এর জুড়ি কি আর আছে!
সংগ্রহ করতে চলে আসুন দুলুর দোকানের
V I P সেন্টারে
এজেণ্ট
প্রভাত ষ্টোর (দুলুর দোকান)
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

বসন্ত মালতী

রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য

সি, কে, সেন এ্যাণ্ড কোং
লিমিটেড

কলিকাতা ॥ নিউ দিল্লী

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে
অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।